

শিশু কিশোরদের
কুরআন
এর অনুবাদ
(আম দায়া)

মূল রচনা:
ইয়াহইয়া এমারিক

বাংলা অনুবাদ:
কানিজ ফাতিমা



মুসলিম ভিলেজ

সূচিপত্র

১	আল-ফাতিহা	৯
২	আন নাবা	১২
৩	আন নাযিআ'ত	১৭
৪	আবাসা	২২
৫	আত তাকভীর	২৫
৬	আল-ইনফিতার	২৯
৭	আল-মুতাফফিফীন (আত তাতফীফ)	৩২
৮	আল-ইনশিকাক	৩৬
৯	আল-বুরুজ	৪১
১০	আত তারিক্ব	৪৬
১১	আল-আ'লা	৪৯
১২	আল-গাশিয়াহ	৫১
১৩	আল-ফজর	৫৫
১৪	আল-বালাদ	৫৮
১৫	আশ শামস	৬১
১৬	আল-লাইল	৬৪
১৭	আদ্ব দোহা	৬৮
১৮	আল-ইনশিরাহ (আশ শারাহ)	৭০
১৯	আত তীন	৭২
২০	আল-আলাক	৭৪
২১	আল-কুদর	৭৮
২২	আল-বাইয়িনাহ	৮০
২৩	আল-যালযালাহ (আয যিলযাল)	৮৩
২৪	আল-আদিয়াত	৮৫
২৫	আল-কারি'আহ	৮৭
২৬	আত তাকাসুর	৮৯
২৭	আল-আসর	৯১
২৮	আল-হুমাজাহ	৯৩
২৯	আল-ফীল	৯৫
৩০	সূরা কোরাইশ	৯৮
৩১	আল-মাউন	১০১
৩২	আল-কাওসার	১০৩

৩৩	আল-কাফেরুন	১০৫
৩৪	আন নাসর	১০৬
৩৫	আল-নাহাব (আল-মাসাদ)	১০৭
৩৬	আল-ইখলাস	১১০
৩৭	আল-ফালাকু	১১২
৩৮	আন নাস	১১৪



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

আমাদের শিশু-কিশোররাই আমাদের উম্মাহর ভবিষ্যৎ। শিশু বয়সে তাদের অন্তরে যে শিক্ষা বাবা-মা, অভিভাবকরা দিয়ে দেন তার ওপরেই ভিত্তি করে রচিত হয় ভবিষ্যতের জীবন চলার মহাসড়ক। তাই জীবনের এই প্রথম বেলাতেই তাদের আল্লাহর বাণী কুরআনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া খুবই জরুরী। এর ফলে সে তার মালিক আল্লাহকে চিনতে শুরু করে; মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয়কে জানতে শুরু করে; ও নিজের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ ও সঠিক হতে থাকে।

শিশুদের নিয়ে এক যুগেরও বেশী কাজ করতে গিয়ে তাদের উপযোগী কুরআনের অনুবাদের ঘাটতি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। এসময়ে হাতে এসে পড়লো ইংরেজীতে করা শিশুদের উপযোগী অনুবাদ The Meaning Of The Holy Qur'an For School Children- by Yahiya Emerick। এই অনুবাদটি আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বাংলা ভাষাভাষী শিশু কিশোরদের হাতে তাদের উপযোগী সরল একটি অনুবাদ তুলে দিতে। সেই চিন্তা থেকেই এই প্রচেষ্টা।

যদিও শিরোনামে কুরআনের “অনুবাদ” বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু-কিশোরদের বোঝার সুবিধার্থে শব্দানুবাদ না করে, অনেকটা ভাবানুবাদ করা হয়েছে। এই কাজটিকে কুরআনের সরাসরি অনুবাদ না বলে, বরং অন্যান্য বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদকে শিশুদের উপযোগী করে বাংলায় উপস্থাপন বলাটা বেশী সঙ্গত। এই অনুবাদে আরবী সংযোজন করা হয়নি যাতে শিশু-কিশোররা ওয়ু ছাড়াই এই অনুবাদটি ধরতে ও পড়তে পারে; নিজেদের সঙ্গে করে যেকোনো জায়গায় বহন করে নিয়ে যেতে পারে। অনুবাদের ভাষা সহজ ও বোধগম্য রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের মাঝে মাঝে শিশু-কিশোরদের বোঝার সুবিধার্থে অল্প কিছু ব্যাখ্যা ব্রাকেটের [] মধ্যে সংযোজন করা হয়েছে।

এই অনুবাদ কর্মে The Meaning Of The Holy Qur'an For School Children ছাড়াও আরো কয়েকটি অনুবাদের সাহায্য নেয়া হয়েছে-

- ♦ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এর কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ - The Holy Qur'an Translation by Abdullah Yusuf Ali
- ♦ কুরআনের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ - হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

◆ The Message of the Qur'an - by Muhammad Asad

এই অনুবাদে শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি সংযোজন করা হয়েছে। ছবি শিশুদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে ও তাদের পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এটি যেহেতু মূল কুরআন নয় (এবং আরবী সংযোজিত হয়নি), বরং কুরআনের অনুবাদ (বা ভাবানুবাদ); তাই একে শিশু মননের উপযোগী করতে (উপযুক্ত) ছবি সংযোজিত হয়েছে ও ছবি নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

এই অনুবাদটি ৯ বছরের উপরের শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে লেখা হলেও যেকোনো বয়সের মানুষ এটা থেকে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। এই অনুবাদ থেকে উপকৃত হতে হলে পরিবারের শিশুদের নিয়ে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বৈঠক বা আলোচনায় বসুন। যেকোনো একজন এই অনুবাদের কিছু অংশ পড়ে শোনাবে ও অন্যরা তার ওপরে পালাক্রমে আলোচনা করবে। শিশুদের আলোচনায় ভুল না ধরে, বা তাদের সমালোচনা না করে, বরং তাদেরকে উৎসাহ দিতে থাকুন। সময়টিকে আনন্দময় করে তুলুন; এতে শিশু-কিশোররা কুরআনের সঙ্গে হৃদয়ের একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। প্রতিদিন সময় করতে না পারলে অন্তত: নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন ঘন্টাখানেক সময় নির্দিষ্ট করুন। নিয়মিত কাজে আল্লাহর বরকত থাকে ও কাজে সফলতা অনেক বেশী আসে। কয়েক বছর নিয়মিত এই রেওয়াজ চালিয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ শিশুর চিন্তায় ও চরিত্রে কুরআনের প্রভাব আপনি দেখতে পাবেন।

আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন ও এর মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী শিশু কিশোরসহ সব পাঠকদের কুরআন বোঝার পথকে সহজ করে দিন। আমীন

- কানিজ ফাতিমা

আল-ফাতিহা

(অর্থ - সূচনা)

নাজিলের সময় : মক্কার যুগের একেবারে শুরুর দিকে

সূরা নাম্বার : ১

মোট আয়াত: ৭

ভূমিকা:

মুহাম্মদ (সাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি যখন হেরা গুহায় একাকী নির্জনে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, গভীরভাবে ভাবছিলেন সমাজের সব অসঙ্গতি আর অন্যায় জুলুম নিয়ে, ভাবছিলেন অসহায় মানুষের মুক্তির উপায় নিয়ে; ঠিক তখনই আকাশের দিগন্তে তিনি দেখতে পেলেন জিবরীল (আঃ) এর বিশাল অবয়ব - যিনি বলে উঠলেন “পড়!” (সূরা আলাক)



প্রথমে মুহাম্মদ (সাঃ) বুঝতে পারলেন না কি ঘটছে - ভয়ে ছুটে গেলেন বাড়ীতে। স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) তার বয়োবৃদ্ধ অন্ধ ভাই (cousin) ওরাকা (ওরাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ) এর কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে। ওরাকা সে যুগের বিজ্ঞ ও ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। ওরাকা বিস্তারিত ঘটনা শুনে নিশ্চিত করলেন যে, যাকে মুহাম্মদ (সাঃ) আকাশের দিগন্তে দেখতে

পেয়েছেন তিনি হলেন জিবরীল (আঃ); যিনি আল্লাহর নির্দেশে নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন।

এর পরে মুহাম্মদ (সাঃ) নির্জনে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার জন্য প্রায়ই পর্বতের গুহায় যেতে লাগলেন। একদিন তিনি যখন মক্কা নগরী ও পর্বতের রাস্তার মাঝামাঝি হাঁটছিলেন তখন আকাশ থেকে সেই কণ্ঠ তাঁর নাম ধরে ডেকে উঠলো- “হে মুহাম্মদ!” মুহাম্মদ (সাঃ) ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, দেখতে পেলেন সেই অবয়ব যাকে তিনি এর আগে হেরা গুহায় দেখেছিলেন। তিনি ভয় পেয়ে দ্রুত বাড়ী ফিরে গেলেন ও কাঁপতে কাঁপতে খাদিজা (রাঃ)-কে বললেন, “জামিলুনি, জামিলুনি” অর্থাৎ “আমায় কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।” (তখন নাজিল হয় সূরা মুদ্দাসসির এর প্রথম সাতটি আয়াত)

এই ঘটনা মুহাম্মদ (সাঃ) যখন আবারো ওরাকাকে জানালেন তখন ওরাকা তাকে বললেন যে এরূপ ঘটলে মুহাম্মদ (সাঃ) যেন স্থির থাকে এবং কি বলা হচ্ছে সেটা শোনে। আর সে যেন ওরাকাকে প্রতিটি ঘটনা জানায়।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা- মুহাম্মদ (সাঃ) যখন লোকালয় থেকে দূরে একাকী হাঁটছিলেন তখন আবারো সেই কণ্ঠের ডাক শুনেতে পেলেন। এবার তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কণ্ঠ ডেকে বললো, “মুহাম্মদ!” তিনি জবাব দিলেন, “আমি এখানে।” কণ্ঠ বলে উঠলো, “আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল আর আমি হচ্ছি ফেরেশতা জিবরীল।” জিবরীল (আঃ) এরপর বললেন- “আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করুন” -এ সময়ে সূরা ফাতিহার নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

যিনি অতি দয়ালু ও করুণাময়।

যিনি বিচার দিনের মালিক। (২-৪)



আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (৫)

আমাদেরকে সোজা সরল পথ দেখাও,

তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ।

তাদের পথ নয়,

যারা অভিযুক্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট। (৬-৭)

তোমাদেরকে (নারী ও পুরুষে) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিনি? (৬-৮)

আমি কি ঘুমকে তোমাদের জন্য ক্লান্তি দূরকারী শান্তির বাহন করিনি?

আমি কি রাত্তিকে তোমাদের জন্য আবরণ আর দিনকে জীবিকা আহরণের সময় করিনি?



আমি কি তোমাদের ওপরে আকাশের সাতটি মজবুত স্তর তৈরী করিনি?

আর সেখানে উজ্জ্বল একটি বাতি স্থাপন করিনি? (৯-১১)

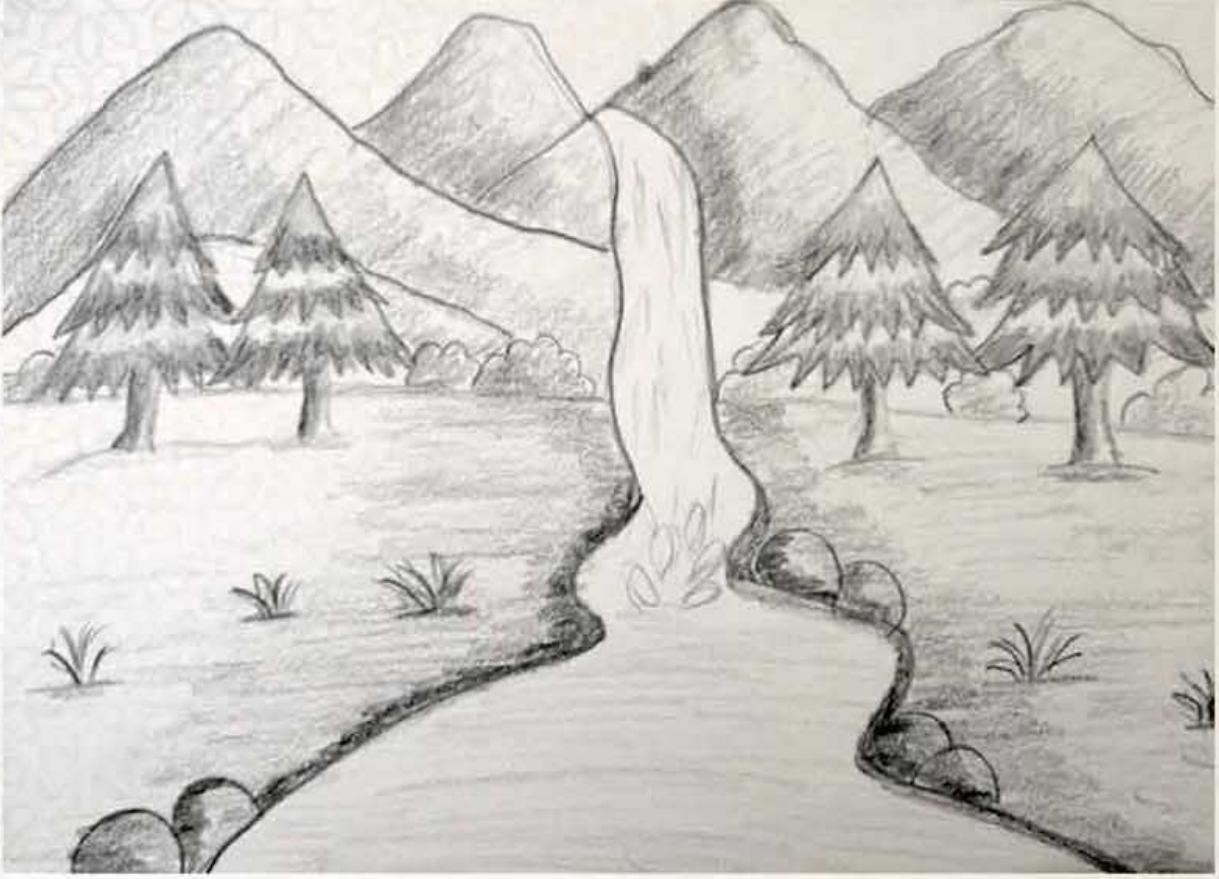


আমি কি আকাশ থেকে মেঘমালা ও বৃষ্টির ব্যবস্থা করিনি?



যার ফলে উৎপন্ন হয় শস্য, শাকসবজি আর সবুজ বাগান। (১২-১৬)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে শুরু করছি।



(হে নবী,) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে নেয়ামতপূর্ণ কাওসার দান করেছি;
কাজেই আপনি (একমাত্র) আপনার রবের নিকট প্রার্থনা করুন,
তার জন্যই কুরবানী (ও ত্যাগ) করুন, (১-২)

নিঃসন্দেহে আপনার নিন্দুকেরা শিকড় কাটা
(কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন)। (৩)